দৈনিক জনকণ্ঠ

১১/১১/২০০৩

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

অপরাধ ছাত্রলীগ করা

ঢাবির পাঁচ শতাধিক ছাত্র ফাইনাল পরীক্ষা দিতে পারবে না

মামুন-অর-রশীদ

ছাত্রলীগ করার অপরাধে (!) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ শতাধিক ছাত্র চলতি বর্ষ ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারছে না। গত দু'সপ্তাহে বিভিন্ন বিভাগের ৩০/৩৫ জন ছাত্র পরীক্ষা দিতে এসে ছাত্রদল কর্মীদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে গেছে। তাদের সবার অপরাধ অতীতে তারা ছাত্রলীগের রাজনীতি করত। এভাবে প্রতিদিন ছাত্রলীগের কোন না কোন কর্মীর ওপর চলছে হামলা। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রক্টর অফিস ছাত্রদের পুলিশী নিরাপত্তা দিয়ে রক্ষা করতে পারছে না। পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ৪ নবেম্বর ছাত্রদল কর্মীরা ছাত্রলীগের এক কর্মীর ওপর বেধড়ক হামলা চালিয়েছে। পরিস্থিতি ছাত্রদলের শীর্ষ নেতাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। এদিকে ছাত্রলীগের কর্মীরা সংগঠনের শীর্ষ নেতাদের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। সংগঠনের কর্মীদের পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করার পরিবর্তে দিনভর তাঁরা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সময় কাটান। সংগঠনের শীর্ষ পর্যায়ের নেতা যাঁরা পালিয়ে গেছেন তাঁরা এখনও ফিরে আসেননি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এগারো আবাসিক ছাত্র হলের পাঁচ শতাধিক ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর শিক্ষাজীবন হুমকির মুখে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শৃঙ্খলার দায়িত্বে

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

ঢাবির পাঁচ শতাধিক

(১২-এর পাতার পর)

নিয়োজিত প্রক্টর অফিসের কর্তাব্যক্তিরা পরিস্থিতি সামাল দিতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে। ছাত্রলীগের কর্মীরা পরীক্ষার দু'একদিন আগে থেকেই প্রক্টরের পিছনে ঘুর ঘুর-তদ্বির শুরু কের পরীক্ষায় অংশগ্রহণে নিরাপত্তার জন্য। প্রক্টর ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণকারী ছাত্রসংগঠনের শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে প্রতিদিন কথা বলে ছাত্রলীগ কর্মীদের অভয় দিয়ে পরীক্ষার হলে নিয়ে আসেন। কিন্তু পরীক্ষা শেষে সঙ্কট তৈরি হলো ক্যাম্পাস ছেড়ে কিভাবে বের হয়ে যাবে। প্রক্টর এ জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় পুলিশী নিরাপত্তার মাধ্যমে ছাত্রলীগ কর্মীদের ক্যাম্পাস ত্যাগে সহায়তা করতেন। কিন্তু গত ৪ নবেম্বর পুলিশের হাত থেকে ছাত্রলীগের এক কর্মীকে ছিনিয়ে নেয়ায় ছাত্রলীগ কর্মীরা এবার পরীক্ষা দেয়ার আশা ছেড়ে দিয়েছে। সমস্যাগ্রস্ত ছাত্ররা এখন কর্তৃপক্ষের আর কোন সহযোগিতার জন্য আসে না। তবে ছাত্রলীগের এই নির্যাতিত কর্মীরা এবার প্রতিরোধ রচনা করতে চায়। কিন্তু সংগঠনের শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের টালবাহানার কারণে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। ছাত্রলীগের জসীম উদ্‌দীন হল শাখার কর্মী শাহজাহানকে ছাত্রদল ক্যাডাররা হামলা করে পা ভেঙ্গে দিয়েছে। আগে এই হামলা শুরু কলাভবনকেন্দ্রিক ছিল। এখন এই হামলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল ও সায়েন্স এনেক্স কেন্দ্র পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল কেন্দ্রিক বিজ্ঞান অনুষদের ছাত্রদের মধ্যে রাজনীতি নিয়ে এ রকম হানাহানি কখনও ছিল না। এবার এখানে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু হলের তিন জন, জসীম উদ্‌দীন হলের পাঁচজন, মুহসীন হলের চারজন, সূর্যসেন হলের তিনজন, শহীদুল্লাহ হলের দু'জনসহ ছাত্রলীগের প্রায় ৩০/৩৫ কর্মী পরীক্ষা দিতে এসে হামলার শিকার হয়েছে।